ভাদ্র মাসের কৃষকভাইদের করনীয়

বর্ষার পানিতে সারা দেশ টইটম্বুর, সে সাথে ঝরছে অঝোর বৃষ্টি। এ সময় কৃষিতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। কৃষির এ ক্ষতি মোকাবিলায় আমাদের নিতে হবে বিশেষ ব্যবস্থাপনা। কৃষির ক্ষতিটাকে পুষিয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনীয় কাজগুলো যথাযথভাবে শেষ করার জন্য.ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয় বিষয়গুলো জেনে নেব সংক্ষিপ্তভাবে।

আমন

- আমন ধান ক্ষেতের অন্তর্বর্তীকালীন যত্ন নিতে হবে। ক্ষেতে আগাছা জন্মালে তা পরিষ্কার করে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- নিচু জমি থেকে পানি নেমে গেলে এসব জমিতে এখনও আমন ধান রোপণ করা যাবে। দেরিতে রোপণের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৪৬, বিনাশাইল, নাইজারশাইল বা স্থানীয় উন্নত ধান বেশ উপযোগী।
- আমন মৌসুমে মাজরা, পামরি, চুঙ্গি, গলমাছি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এছাড়া খোলপড়া, পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, জমিতে খুঁটি দিয়ে, আলোর ফাঁদ পেতে, হাতজাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাছাড়া সঠিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে, সঠিক সময় শেষ কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে রোপা আমনের চারা রোপমনর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে উঁচু জায়গায় এবং ভাসমান বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হবে।

আউশ

- রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে ভালোভাবে শুকিয়ে ড্রাম/টিনেরপাত্র / বস্তায় রাখতে হবে।

রবি ফসল

- বন্যার পানিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য আগাম রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিন। যেমন: যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদী টরি-৭, বারি-৯, বারি-১৪, বারি-১৫ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। ভুট্টার বীজ, লাল শাক, পালং শাক, ডাঁটা শাক প্রভৃতি বিনা চাষে বপনের জন্য সংগ্রহ করুন।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাসকলাই, খেসারী বপন ও পানি কচু রোপন করুন।
- ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের বীজ অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে বুনতে হবে। এতে ফুটরট/ কলার রট রোগের প্রাদুর্ভাব কম হবে।
- ভাদ্র মাসে লাউ ও শিমের বীজ বপন করা যায়।
- এ সময় আগাম শীতকালীন সবজি চারা উৎপাদনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। সবজি চারা উৎপাদনের জন্য উঁচু এবং আলো বাতাস লাগে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।
- এক মিটার চওড়া এবং জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে লম্বা করে বীজতলা করে সেখানে উন্নত জাতের ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো এসবের চারা উৎপাদন করা যায়।
- যে সমস্ত এলাকায় জো অবস্থা আসতে দেরী হবে সেক্ষেত্রে বস্তা পদ্ধতিতে (sac) লতা জাতীয় সব্জীর চাষ করা যায়।

পাট

- বন্যায় তোষা পাটের বেশ ক্ষতি হয়। এতে ফলনের সাথে সাথে বীজ উৎপাদনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। বীজ উৎপাদনের জন্য ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত দেশী পাট এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত তোষা পাটের বীজ বোনা যায়।

বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা

- ভাদ্র মাসেও ফলদবৃক্ষ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা যায়। বন্যায় বা বৃষ্টিতে মৌসুমের রোপিত চারা নষ্ট হয়ে থাকলে সেখানে নতুন চারা লাগিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। এছাড়া এ বছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেয়া, চারার আতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেয়া, বেড়া ও খুঁটি দেয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। ভাদ্র মাসে আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্চিত ডাল প্রুনিং করতে হবে। নারিকেল গাছের পুরাতন/মরা ডাল পরিষ্কার করা যায়।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।